অন্তিম ইচ্ছা

রতন শিকদার

এ গল্প আমার এক দিদিমাকে নিয়ে। দিদিমা তার বড় ছেলের সাথে গঙ্গারামপুরে থাকতেন। তার বড় ছেলে অর্থাৎ আমার বড়মামার ভরভরাট সংসার। ছেলের ঘরের এক নাতি ও দুই নাতনি, দুধেল কালো গোরু, তার একটি এঁড়ে আর দুটি বকনা, এক জোড়া হালের বলদ, বলদে টানা গাড়ি। -এমন আরো অনেক কিছুর মধ্যে আমার দিদিমার নাকি বড় একা একা লাগে। তার অন্তিম ইচ্ছা তার মেয়ে অর্থাৎ আমার মায়ের কাছে এসে জীবনের শেষ কটা দিন কাটান। কারণ গঙ্গারামপুরে গঙ্গা নেই। তাই মরণকালে সেখানে মুখে গঙ্গার জল পাবার সম্ভাবনা আদৌ নেই। অথচ আমাদের বাড়ি পানিহাটিতে গঙ্গার তীর পাড়ায়। এখানে এলে শ্বাসের টান উঠলে নিশ্চিত গঙ্গাপ্রাপ্তি। কথায় বলে, উঠল বাই তো কটক যাই। দিদিমার বাই উঠল আর বৃদ্ধ বড় মামা হাঁফাতে হাঁফাতে তাকে নিয়ে হাজির হল আমাদের গঙ্গার তীর পাড়ার বাড়িতে।

আমাদের এখানে এসে মেয়ের ঘরের নাতি-নাতনিদের পেয়ে বুড়ির পুলক জেগে উঠল পুরো মাত্রায়। ঠুক ঠুক করে লাঠি ঠুকে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে ঘটি ডুবিয়ে স্নান, সন্ধ্যেবেলায় আবার ঘাটে গিয়ে ভগবতপাঠ শোনা এবং সন্ধের পর বাড়ি ফিরে টিভির সিরিয়ালের মনোনিবেশ। তার এই দিনযাপন নিয়ে কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না। মুখ ফসকে কিছু বলে ফেললে বুড়ি কেঁদে পাড়া মাতিয়ে দিত। বলত, আর মাত্র কটা দিনই বা বাঁচব। ঠাকুর আমার ডাক শুনেছেন বলেই না শেষবেলায় মা গঙ্গার কোলে আমার ঠাঁই যুগিয়ে দিলেন। আমাদের বড়মামা গঙ্গারামপুরে ফিরে যাবার সময় চুপি চুপি আমার মাকে বলল, যমুনা, মা বোধহয় আর বেশি দিন বাঁচবে না। যা তার মন চায় করতে দিস। তার শেষ ইচ্ছা অন্তিম সময়ে যেন একটু গঙ্গার জল মুখে পায়। কথা শেষ করে বড় মামা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। মামাকে দেখে আমাদের চোখেও জল এসে গেল। কোনো রকমে সামলে নিলাম।

এবার বড় মামা বিদায় নেবে। তার আগে দিদিমাকে প্রণাম করে বলল, ভালভাবে থেকো। হপ্তা দু-তিন পরে আবার আসব।

দিদিমা বড় মামার চিবুকে হাত ঠেকিয়ে চুমু খেয়ে বলল, বাবা, ভাল কী করে থাকি বল! ঘাটে কী সুন্দর বাদামভাজা, মদন কটকটি, আরো কত কিছু বিক্রি হয়। ইচ্ছে করে একটু ঝাল-নুন দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে চিনেবাদাম খাই। কিন্তু দাঁতের পাটিটা

তো ওখানেই ফেলে এসেছি। তুই বাবা, তাড়াতাড়ি ওটা আমাকে দিয়ে যা। ওটাই বাবা আমার অন্তিম ইচ্ছে। কিছু মনে করিসনে বাবা।

পুনশ্চ : এই ঘটনার কিঞ্চিদাধিক দুই বৎসর পরে আমার দিদিমা পুনরায় গঙ্গারামপুরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের গৃহে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে। সেই সময়ে তাহার মুখাবয়বটিতে দন্তমঞ্জনের বিজ্ঞাপনের একটি অতি উজ্জ্বল হাসি ছড়াইয়া ছিল।